কালের কণ্ঠ

তারিখ 19 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সার্কভুক্ত রাষ্ট্রে সড়ক-রেল যোগাযোগের সিদ্ধান্ত

আবুল কাশেম ▶

দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (সাফটা) আওতায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সড়ক ও রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশগুলোর মন্ত্রীরা। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাফটা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এ জন্য দ্রুত চুক্তি স্বাক্ষর করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশগুলো। সাফটার এ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, সাফটার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী জি এম কাদের উপস্থিত ছিলেন। অন্য সদস্যরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সাফটার আওতায় চুক্তিবদ্ধ হতে হবে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য সাফটার সিদ্ধান্তের সার-সংক্ষেপ পররাষ্ট্র মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

বাণিজ্য সচিব মাহবুব আহমেদ স্বাক্ষরিত সার-সংক্ষেপ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গত ২৩ আগস্ট শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে সাফটার মন্ত্রী পর্যায়ের সপ্তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী জি এম কাদেরসহ শ্রীলঙ্কার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী রিশাদ বাথিউদ্দিন, ভুটানের অর্থনৈতিকবিষয়ক মন্ত্রী লিয়নপো নরবু ওয়াংচুক, শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত ওয়াই কে সিনহা, মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত হোসাইন শিহাব, নেপালের বাণিজ্য ও সরবরাহবিষয়ক সচিব জনার্দন নেপাল ও পাকিস্তানের বাণিজ্য সচিব কাসিম এম নিয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের বাধাগুলো দ্রুত দূর করে সাফটাকে আরো বাণিজ্য সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ও রেল যোগাযোগ স্থাপনে দ্রুত চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। এ ছাড়া সার্কভুক্ত দেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে দ্রুততর সময়ে সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ও সার্ক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্তও হয়েছে ওই সভায়। এ ছাড়া সাফটা কমিটি অব এক্সপার্টসের অষ্টম সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য দেশগুলোর স্পর্শকাতর তালিকা তৃতীয় পর্যায়ে কমানো, অশুল্ক বাধাগুলো দূর করা ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদের সার-সংক্ষেপে আরো বলা হয়েছে, সাফটার মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় সার্ক ইনভেস্টমেন্ট চুক্তি দ্রুত চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটি হলে সার্কভুক্ত দেশে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী জি এম কাদের এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ২৮ বছর আগে ১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তবাণিজ্য এখনো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাত্র ৫ শতাংশ। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সুবিধাগুলো সাফটার আওতায় এনে একে ব্যবসায়ীদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের দেশগুলোতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নন-টারিফ ও প্যারাটারিফ বাধাগুলো দ্রুত দূর করতে পারলেই সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বাড়বে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা ১৬০ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি বিশ্ব জিডিপির ২ শতাংশেরও কম। আর বিশ্ব বাণিজ্যের মাত্র ১.৭ শতাংশের অংশীদার এ অঞ্চলের দেশগুলো। ১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠার সময় সদস্যভুক্ত দেশগুলোর আন্তবাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩.৮ শতাংশ। ২৮ বছর পর তা বেড়ে হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন মতে, আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্য ১৯৬৭ সালের ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ২৬ শতাংশ হয়েছে। এদিকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে ৬২টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিতে যাচ্ছে নেপাল। তবে তাতে আপত্তি রয়েছে বাংলাদেশের। বিপরীতে নেপালের কাছে আরো বেশি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা চাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কারণ, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই নেপালকে ১০৮টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটিএ বিভাগের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের ৬২টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার একটি প্রস্তাব নেপালের বাণিজ্য ও সরবরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এই ৬২টি পণ্যের মধ্যে সবজি, ময়দা, ফল, ফলের জুস, ডেইরি পণ্য ও হাতে তৈরি কাগজ রয়েছে। দেশটির মন্ত্রিসভায় এ তালিকা অনুমোদনের পর বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব করবে নেপাল।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি নেপালের বাণিজ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব মাহবুব আহমেদ দেশটির ১০৮টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দেন। ওই তালিকায় বাংলাদেশ নেপালের অন্যতম রপ্তানি পণ্য মসুর ডালও রয়েছে। এ অবস্থায় নেপালের কাছ থেকে আরো বেশি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার প্রস্তাব করবে বাংলাদেশ।